এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

জুলাই ২০১১

BOOK POST - PRINTED MATTER

এবার মধ্যপ্রদেশ !

১৭/৩৮২

মধ্যপ্রদেশ জিনশস্যের নিরীক্ষা-চাষ করবে না। মধ্যপ্রদেশ সরকার কেন্দ্রকে একথা জানাল। জিনশস্য ঘিরে বিশ্ব-বিতর্কের নিষ্পত্তি ও এই শস্য চাষে প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষার নিশ্চয়তা সবার আগে দরকারি। এই নিশ্চয়তা পেলে তবেই মধ্যপ্রদেশ এই নিরীক্ষা-চাষে রাজি হবে।

সরকারের পক্ষে এই কথা জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশ কৃষিমন্ত্রী ড.রামকৃষ্ণ কুসমারিয়া। কুসমারিয়া এই কথা জানিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশকেও। গ্রিন ফাইল—এপ্রিল ২০১১ এই খবর দিল।

কর্ণাটকেও

১৭/৩৮৩

কর্ণাটক সরকার জিনশস্যের পরীক্ষানিরীক্ষা নিষিদ্ধ করল। কর্ণাটকের কৃষিমন্ত্রী উমেশ কাট্টি জানিয়েছে তাঁর সরকার আর কোনোভাবেই জিনশস্যের কোনো পরীক্ষানিরীক্ষা বা চাষ বরদাস্ত করবে না। কর্ণাটকের বিজাপুর ও কোপ্পানে জিন-ভুট্টা ও জিন ধান-এর পরীক্ষায় নানা অসঙ্গতি দেখা দেওয়ায় এই সিদ্ধান্ত। কর্ণাটক কেন্দ্রীয় সরকারকেও একই অনুরোধ করেছে। ২০ জুলাই রায়চুড়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও জিএম বীজ কোম্পানির সঙ্গে জিনশস্য নিরীক্ষা চাষ বিষয়ে কর্ণাটক সরকারের নির্ধারিত সভাও বাতিল হয়েছে। ডেকান হেরাল্ড, জুলাই ২০, ২০১১ এইসব খবর দিল।

রাহু ! !

১৭/৩৮৪

দেশে জৈব ফসলের বাজার গ্রাস করছে বহুজাতিক। জৈব বাজার বাড়ছে। সেই বাজারে বহুজাতিকের ঝোঁক বাড়ছে। ১৯৯৭ থেকে ২০০৭ সাড়ে তিনশো ছোট কোম্পানি বহুজাতিক কিনেছে। এই কোম্পানিগুলি ছিল জৈব ফলনের কারবারি। বহুজাতিক ফসল বিক্রি করছে স্থানীয় কোম্পানির ব্র্যান্ডেই। খবর দিচ্ছে মে ২০১১-র সর্বোদয় প্রেস।

অMeal?

১৭/৩৮৫

রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা আবার বলেছে, জলবায়ু বদলের ফলে খরা বাড়বে ও খাদ্যের উৎপাদন কমবে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার আধা-ঊষর অঞ্চলে নদী ও ভূজলের স্তর কমবে। এশিয়ার বরফগলা জল ও হিমবাহ থেকে পাওয়া জল-নির্ভর চাষ, সমস্যায় পড়বে। উত্তর গোলার্ধে চাষের মরশুম দীর্ঘায়িত হবে, পৃথিবীর বাকি অংশে সময়সীমা হ্রাস প্রাপ্তি ঘটবে।

খরায় চিন ও ফ্রান্সে চাষের ক্ষতিই গত বছর প্যারিসে গমের দাম ৮৫ শতাংশ বাড়িয়েছে। খাদ্যের দাম বাড়ায় উত্তর আফ্রিকার দেশগুলিতে গতবছর নিয়মিত দাঙ্গা হয়েছে। খাদ্যের দাম বাড়ায় মুদ্রাস্ফীতি ঠেকাতে চলতি বছরে ২৪টি দেশের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক সুদ বৃদ্ধি করেছে। এইসব খবর দিল ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল।

কোথায় হিমবাহ ? ?

১৭/৩৮৬

হিমালয়ের হিমবাহ নিয়ে ফের বিতর্ক। এবার এই বিতর্ক ইসরোর উপগ্রহ চিত্র ঘিরে। এই উপগ্রহ-চিত্রে পাওয়া গেছে বিস্ফোরক তথ্য। জানা গেছে হিমালয়ের হিমবাহের ৭৫ শতাংশ পাতলা হয়ে যাচ্ছে। ইসরো হিসেব করে দেখেছে, ১৯৮৯-২০০৪ এই পনেরো বছরে মোট হিমবাহ-আয়তনের ৩.৭৫ শতাংশ শুকিয়ে গেছে। এভাবে হিমবাহ ছোট হতে থাকলে আগামীদিনে ওখানকার ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি সমস্যায় পড়বে বলে ইসরোর আশঙ্কা। ২১৯০ টি হিমবাহের উপর ইসরো এই সমীক্ষা চালিয়েছে। খবরটা দিল জুন ২০১১-র ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল।

SMS to ধীবর

১৭/৩৮৭

সমুদ্রের তুফান ও দুর্যোগ থেকে মৎস্যজীবীদের রক্ষা করতে কেন্দ্র উদ্যোগ নিল। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনীকুমার জানিয়েছেন, আগামী পাঁচ বছরে চোদ্দ লক্ষ মৎস্যজীবীকে এর আওতায় আনা হবে। প্রথম ধাপে এর সুযোগ পাবে ৬০ হাজার মৎস্যজীবী। এই পদ্ধতিতে এসএমএস ও ভয়েস মেলে মৎস্যজীবীদের দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাস দেওয়া হবে।

ইউ এস এ-র সবজি বাগান

১৭/৩৮৮

মন্দার সময় উপার্জনে টান পড়ায় আমেরিকাবাসী ঘরে ঘরে সবজি চাষ শুরু করে। এখনো সেই ধাবা জারি। এ বছর পরিবার প্রতি এই খরচ আগের বছরগুলির তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি। এর সঙ্গে ওদেশে ঝোঁক বেড়েছে স্থানীয় খাদ্যশস্যের দিকেও। খবর দিচ্ছে জুন ২০১১-র ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল।

কত জলাভূমি ?

১৭/৩৮৯

দেশে নতুন করে জলাভূমির মোট আয়তন মাপা হল। এই কাজ করল ইসরো। ইসরো দেশের সমগ্র জলাভূমির এক মানচিত্র বানাল। মানচিত্র বলছে, নদী বাদ দিলে দেশে জলাভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের তিন শতাংশের কিছু বেশি, মানে প্রায় এক কোটি হেক্টর। পশ্চিমবঙ্গে এর পরিমাণ মোট আয়তনের ১২.৪৮ শতাংশ। এই খবরটা পাচ্ছি ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল জুন ২০১১ সংস্করণ থেকে।

ঘোর কোলি !

১৭/৩৯০

ইউরোপ-আমেরিকায় ই কোলি ব্যাক্টেরিয়ার হানাদারি। এই হানা ঘটেছিল জার্মানি থেকে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই জন্য কাঁচা সবজি নিয়ে মহাদেশ জুড়ে সতর্কতা জারি করে। ভারতের ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি এই নিয়ে দেশের সমস্ত বন্দর ও বিমানবন্দরে পাহারা বসায় ইউরোপ থেকে আসা ফলমূল-সবজি রসায়নাগারে পরখ করে নিতে। এই ব্যাকটেরিয়া থেকে ডায়রিয়া হয়। এই ডায়রিয়ায় মলের সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে আসে। এই ব্যাকটেরিয়া আবার আট শ্রেণির অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী এইসব খবর পেলাম ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল জুন ২০১১ সংস্করণ থেকে।

বাঘের পিঠে সওয়ার

১৭/৩৯১

পরমাণু চুল্লি বসলে বিপর্যয় হতে পারে। সেই বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতি থাকতে হয়। ভারতে সেই প্রস্তুতির অবস্থা কেমন তা নিয়ে সমীক্ষা হয়েছে। সমীক্ষা করেছে ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি। এই সমীক্ষা হয়েছে ২০০৯-এর ফেব্রুয়ারিতে। সমীক্ষা করে অথরিটি এক গাইডলাইন বানিয়েছে। গাইডলাইনে অনেক ত্রুটি নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন বিপর্যয়ের পর মানুষজনের দ্রুত স্থানবদলের জন্য যানবাহনের অভাব, আশ্রয় শিবির ও নজরদারির সরঞ্জামের অভাব ইত্যাদি। অথরিটির মতে পরমাণু চুল্লি বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতি এখনো অনেকটাই অসম্পূর্ণ। এইসব খবর দিল ডাউন টু আর্থ এপ্রিল ১-১০, ২০১১।

রাজপূত জীবনসন্ধ্যা

১৭/৩৯২

রাজস্থানের পরমাণু-শক্তিকেন্দ্র নিয়ে রিপোর্ট। রিপোর্টে অনেক বিপন্নতার আভাস। রিপোর্ট বলছে, আশপাশের গ্রামে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম বাড়ছে, প্রজনন ক্ষমতার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় নিঃসন্তান দম্পতির সংখ্যা বাড়ছে, হাড়ের ক্যান্সার–

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

গর্ভপাত বাড়ছে বা বাড়ছে ভূমিষ্ঠ নবজাতকের প্রথম দিনেই মৃত্যুর সংখ্যা। গ্রামগুলোয় জনগোষ্ঠীর আয়ুও নাকি গড়ে বারো বছর অব্দি কমছে। খবর দিল মে ২০১১-র সর্বোদয় প্রেস।

সু বাঁশ

১৭/৩৯৩

এই প্রথম গ্রামের মানুষ বাঁশ চাষ ও বিক্রির অধিকার পেল। এই ঘটনা মহারাষ্ট্রের, মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলি জেলার একটি গ্রামের। মহারাষ্ট্রের সিংহভাগ বাঁশবন ১৯৬৮ থেকে এক কাগজ কোম্পানির দখলে। এই কোম্পনির নাম বল্লারপুর ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। তার বাইরে বাঁশ চাষ ও ব্যবসায় জনগোষ্ঠীর অধিকার এই প্রথম। খবর দিল জুন ২০১১-র ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল।

জয় কাপ্পাটাগুড্ডা !

১৭/৩৯৪

কর্ণাটক সরকার কাপ্পাটাগুড্ডার ভেষজ বন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিল। এই বনভূমির আয়তন ১৭ হাজার একর। কাপ্পটাগুড্ডা কর্ণাটকের গডক জেলায়। অনেক আগেই এর ১০০ একরের দায়িত্ব নিয়েছিল সরকার। এবার সরকার দায়িত্ব নিল পুরোটার। এটাই এখন অব্দি দক্ষিণ ভারতের প্রথম ভেষজ বন। এইবন সরকারি আওতায় আসা, ওখানকার মানুষজনের বহুদিনের দাবির বাস্তব রূপ। খবরটা এসেছে জুন ২০১১-র সোপান স্টেপ পত্র থেকে।

... তেমন মুগুর

১৭/৩৯৫

মনস্যান্টো ২০১০-এ ৪৭ শতাংশ শেয়ার খুইয়েছে। মনস্যান্টোর আগাছানাশক-রোধী জিনশস্য বীজ আমেরিকায় আগাছার জন্ম দিয়েছে, মনস্যান্টোর জিন-তুলোবীজে ভারতের তুলো খেতে রোগপোকা হু হু করে বেড়েছে, ভারতের তুলোবীজের বাজার মনস্যান্টো একা কব্জা করেছে, মনস্যান্টোর বিরুদ্ধে ভারতের আদালতে একাধিক বিশ্বাসঘাতকতার মামলা ঝুলছে, মনস্যান্টোর জিন-ভুট্টা ও সয়াবিনে আমেরিকার বাজার অনেকটাই ছেয়ে গেছে, আর সেখানেও মনস্যান্টোর বিরুদ্ধে রুজু হয়েছে বিশ্বাসভঙ্গের মামলা ঝুলছে। ফোর্বস ম্যাগাজিন বলেছে, মনস্যান্টোকে ২০০৯-এর সেরা কোম্পানি বলে তারা 'মহাভুল' করেছে।

ওদিকে বিল ও মিলিন্দা গেটস ফাউন্ডেশন ঠিক করেছে এশিয়া-আফ্রিকায় জিনশস্য প্রসারে ১৭.৭ ডলার খরচ করবে। এই অবস্থায় নবধান্য জিনশস্য ও মনস্যান্টো নিয়ে এক গ্লোবাল সিটিজেন্স রিপোর্ট বানানোর উদ্যোগ নিয়েছে। নবধান্য মনে করছে, এই রিপোর্ট জিনশস্যের দম্ভ-দাপটের সমুচিত জবাব হবে। বিজা পত্রের ২০১১-র গ্রীষ্ম সংখ্যা এই খবরটা দিল।

রাজকাহিনী

১৭/৩৯৬

রাজস্থানের পশ্চিমে প্রান্ত-গ্রামে কীভাবে জল সঞ্চয় হয়, কীভাবে সঞ্চয় জলের খরচ হয় বা সেই জলে কেমন কৃষিকাজ, এইসব কুশলতা এক ঘরোয়া বৈঠকিতে জানালেন জয়া মিত্র। জয়া মিত্র সম্প্রতি ঘুরে এসেছেন রাজস্থান। আর তার পরেই এই কথা-বিস্তার। কথা-ছবি-প্রশ্ন ঘিরে এই বৈকালিকের আয়োজক ছিল ডিআরসিএসসি। সভা হয়েছিল তাদের ঢাকুরিয়া বইকল্পে, সভার তারিখ ১২ জুলাই ২০১১।

হিরো !

১৭/৩৯৭

সিনেমা দেখে ধূমপান বাড়ছে। দিল্লির এক সমীক্ষায় এইসব বেরিয়েছে। এই সমীক্ষা করেছে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থার নাম 'হৃদয়'। হৃদয়ের পক্ষে সমীক্ষা করেছে দিল্লির ছাত্ররা। ১২ বিদ্যালয়ের ৪০০০ ছাত্রের ওপর সমীক্ষা হয়েছে। তার মধ্যে ১৬২জন ৫৯টি সিনেমা থেকে ধূমপান আসক্ত হওয়ার তথ্য মিলেছে। খবর দিল ৮ জুলাই ২০১১-র আইএএনএস।

মৃত্যু দূ✗ধ

১৭/৩৯৮

মধ্যপ্রদেশে দুধে বিষ। মধ্যপ্রদেশে দুধে জল। ভুপালে এইসব ঘটেছে নির্বিচারে। মধ্যপ্রদেশ রাজ্য দুগ্ধ সমবায়-এর সমীক্ষায় এসব ধরা পড়েছে। এই সমীক্ষা উদ্যোগের নাম ছিল 'দুধ কা দুধ, পানি কা পানি' অভিযান। ভুপালে এই সমীক্ষা হয়েছে ১৭২টি দুধ-নমুনার ওপর। নমুনা নেওয়া হয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের থেকে। সমীক্ষা বলছে, ১৭২টি নমুনার ১১৯টিই খারাপ। আবার যার ৭০টা নিম্নমানের আর ৪০ টায় জল মেশানো। সমবায় সমন্বয়ের তরফে এইজন্য খোলা দুধ এড়াতে 'সাচি মিল্ক' নামের প্যাকেট দুধ সবাইকে কিনতে বলা হচ্ছে। কারণ 'সাচি মিল্ক' প্যাসচুরাইজড এবং সরকারি খাস বিধি-অনুগ। আর এরজন্য বয়স ধরে ধরে বিভিন্ন টোনের দুধও আছে। খবর দিল জুন ২১, ২০১১-এর ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

অকালপক্ব ১৭/৩৯৯

ক্যালসিয়াম কারবাইডে আম পাকানো চলবে না। কারণ ক্যালসিয়াম কারবাইডে কার্সিনোজেন আছে। আর কার্সিনোজেন থাকলে ক্যান্সার হবে। এই খবর দিয়েছে পুসা ইনস্টিটিউটের শ্রীরাম ল্যাবরেটরি। তবে কারবাইডে খালি ক্যান্সার না বৃক্ক-যকৃৎ বিকল, উদরাময় বা বমি বমি ভাব ইত্যাদি সবকিছু হবে। শ্রীরাম ল্যাবরেটরি এই কারবাইডের বদলে ইথিলিন গ্যাসে আম পাকাতে বলেছে।

পাঞ্জাব, হিমাচল ও গুজরাটে ইতিমধ্যেই আম পাকাতে ইথিলিনের ব্যবহার শুরু হয়েছে। দিল্লি সরকারও এই নিয়ে আদেশনামা এনেছে। এইসব খবর পেলাম ২২ জুন, ২০১১-র দ্য পাইয়োনিয়ার-এর সূত্রে।

এ না র্জি ১৭/৪০০

বাজারে চলতি এনার্জি ড্রিংকে ক্যাফিন আছে বেশি মাত্রায়। এই মাত্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। এই এনার্জি ড্রিংক বেশি খায় কলেজ পড়ুয়ারা। এই এনার্জি ড্রিংকের মধ্যে রেডবুল ক্লাউড-নাইন ইত্যাদি আছে। এই কথা বলছে সিএসই। সিএসই এমনই এক সমীক্ষা সম্প্রতি করেছে। নেওয়া নমুনার ৪৪ শতাংশে তারা ক্যাফিন পেয়েছে বিপজ্জনক মাত্রায়। যা কিনা নির্ধারিত ১৪৫ পার্টস পার মিলিয়ন ছাড়িয়েছে। খবর দিচ্ছে সি এস ই।

সম্পাদকের উদ্দেশে

॥ **মাননীয়েষু** ॥

আপনাদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ বহুদিনের। আপনারা আমাদের সংবাদ প্রকাশ করেন, পত্রিকা বিনিময় হয়। এভাবেই বহুদিনের পারস্পরিক এক চিন্তার সংহতি গড়ে উঠেছে। বিষয়ী-অন্ধ যে পরিসরে কখনোই প্রশ্রয় পায় নি।

এই সখ্যর সুবাদেই সঙ্গে প্রেরিত আমাদের প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞাপনটি (বক্স চিহ্নিত অংশ) আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করতে অনুরোধ করছি। বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হলে বাধিত হব।

শুভেচ্ছাসহ

সুব্রত কুন্ডু

সম্পাদক || জুলাই ২০১১

বইকল্প

বইকল্প

বিকল্প উন্নয়ন চিন্তা নিয়ে বই, পত্রিকা, সিডি, সিনেমা, পোস্টারের দোকান কলকাতার ঢাকুরিয়ায়। কৃষি, পরিবেশ, সমাজচিন্তা, জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, নারীবিশ্ব, পল্লিচর্চা, মুক্তশিক্ষা ঘিরে নানা নামী প্রকাশনার বাংলা - ইংরেজি বই ও লিটল ম্যাগাজিন সম্ভার।

যোগাযোগ ।। ডি আর সি এস সি
১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) ।। কলকাতা ৭০০ ০৩১
২৪৭৩৪৩৬৪।।২৪৪২৭৩১১ ।।৯৪৩৩৫১১১৩৪
drcsc.ind@gmail.com || drcsc@vsnl.com ||

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু